সংবাদ

তারিখ 23 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষার্থী ভর্তিতে অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা আদায়

সরকারি আলটিমেটামকে আমলেই নেয়নি শীর্ষস্থানীয় তিন প্রতিষ্ঠান

- আইডিয়াল-ফেরত দেবে না অতিরিক্ত টাকা
- মনিপুর ও ভিকারুননিসাকে ফের শোকজ করা হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা প্রশাসনের নির্দেশনাকে আমলেই নিচ্ছে না রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় তিনটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। নীতিমালা লঙ্ঘন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত প্রায় ৯ কোটি টাকা ফেরত দেয়ার জন্য এই তিন প্রতিষ্ঠানকে গত ৪ জুলাই এক মাসের আলটিমেটাম দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেড় মাস অতিবাহিত হলেও অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়নি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

এরমধ্যে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মাউশিকে জানিয়েছে, তারা বাড়তি টাকা ফেরত দেবে না। তবে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় সরকারের সিদ্ধান্তকে আমলেই নিচ্ছে না। আর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বর্তমানে কোন

আমলেই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

আমলেই : নেয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা পর্ষদ না থাকায় অধ্যক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) প্রফেসর নোমান উর রশিদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'ঘোষিত সময়ে কোন প্রতিষ্ঠানই ভর্তিতে নেয়া বাড়তি টাকা ফেরত দেয়নি বা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেনি। তবে একটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সমস্যাটি আমাদের লিখিতভাবে অবহিত করেছে'। মাউশি জানায়, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাড়তি টাকা ফেরত না দিলেও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ মাউশিকে লিখিতভাবে জানিয়েছে, তারা এবার বাড়তি ফি ফেরত বা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করবে না। কারণ 'নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা-২০১১' জারির আগেই তারা ভর্তি ফি নির্ধারণ করেছিল। তবে আগামীতে ভর্তি ফি পুরোপুরি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এ বিষয়ে মাউশির উপপরিচালক ড. সাধন কুমার বিশ্বাস গতকাল 'সংবাদ'কে জানান, 'সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তির অতিরিক্ত অর্থ ফেরত না দেয়ায় ঈদের পরপরই মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কর্তৃপক্ষকে ফের নোটিস করা হবে। আর আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, রাজধানীর ১৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভর্তি নীতিমালা না মেনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করেছে। এরমধ্যে মণিপুর, আইডিয়াল ও ভিকারুন নিসা নূন স্কুল কর্তৃপক্ষই সবচেয়ে বেশি ফি আদায় করেছে। প্রথমে অভিযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানকেই শিক্ষার্থী ভর্তির সময় নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত অথবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে গত ৩০ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই নির্দেশনা মেনে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বাড়তি ফি শিক্ষার্থীদের ফেরত বা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। এ বিষয়ে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'আমি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি- গত ১৩ মে থেকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ নেই। নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নেয়ার পরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে'।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে সেলফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি তা ধরেননি। অভিযুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গত জানুয়ারিতে ৯ কোটি ১২ লাখ ৮১ হাজার টাকা বেশি আদায় করেছে। এরমধ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফি বাবদ মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ তিন হাজার ৫৪ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পাঁচ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ দুই হাজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা এবং ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এক হাজার ৬২৭ ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা বাড়তি ফি আদায় করেছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। ওই অর্থ ফেরত দিতে ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েকবার তাগিদ দেয়া হলেও তারা আমলেই নেয়নি। সর্বশেষ গত ৪ জুলাই জরুরি এক নোটিসের মাধ্যমে লিখিতভাবে নোটিস দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে এক মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা বাড়তি টাকা ফেরত দেয়া বা পরবর্তী বেতনের সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারের নির্দেশনা মেনে বিএএফ শাহীন কলেজ ও মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল সেনাসদরের অনুমতিক্রমে আগামী বছরের সেশন চার্জের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বিএএফ শাহীন কলেজ ১৩১ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করেছিল ৭৮ হাজার ৬০০ টাকা এবং মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ ৪৪০ জনের কাছ থেকে আদায় করা অতিরিক্ত টাকা ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এক হাজার ৩৪ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ১২ লাখ ৯৪ হাজার ৮০০ টাকা অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত নয়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের আদায় করা অতিরিক্ত টাকা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যয় করবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে।